বাংলাদেশ HSC বাংলা প্রথমপত্র — লেকচার শিট

কাব্যাংশ: বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

— মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১. কবি পরিচিতি

পুরো নাম: মাইকেল মধুসূদন দত্ত (মূল নাম: মধুসূদন দত্ত)

জন্ম: ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ | জন্মস্থান: সাগরদাঁড়ি গ্রাম, কেশবপুর, যশোর জেলা, বাংলাদেশ (কপোতাক্ষ নদের তীরে)।

মৃত্যু: ২৯ জুন ১৮৭৩ | কলকাতার আলিপুর হাসপাতালে। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে।

পিতা: রাজনারায়ণ দত্ত — কলকাতার সদর আদালতের প্রতিষ্ঠিত উকিল (প্লীডার)। মাতা: জাহ্নবী দেবী।

শিক্ষা: সাগরদাঁড়ি পাঠশালা → খিদিরপুর স্কুল → হিন্দু কলেজ (১৮৩৩) → বিশপস কলেজ (১৮৪৪-৪৭)। গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, ফারসি, হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান সহ বহু ভাষায় দক্ষ।

ধর্মান্তর: ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তখন থেকে নামে 'মাইকেল' যুক্ত হয়।

ছদ্মনাম: Timothy Penpoem

সাহিত্যিক পরিচয়: বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের পুরোধা। বাংলা আধুনিক কবিতার জনক। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও বাংলা সনেটের প্রবর্তক।

উল্লেখযোগ্য রচনা: তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬), শর্মিষ্ঠা (নাটক, ১৮৫৯)।

কাব্যাংশের উৎস: 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ষষ্ঠ সর্গ ('বধ') থেকে সংকলিত।

২. মেঘনাদবধ কাব্য — পরিচয় ও পটভূমি

মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) — মূল পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক মহাকাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

মহাকাব্যটি ৯টি সর্গে বিভক্ত: অভিষেক, অস্ত্রলাভ, সমাগম, অশোকবন, উদ্যোগ, বধ, শক্তিনির্ভেদ, প্রেতপুরী, সংহার।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' — ষষ্ঠ সর্গ 'বধ' থেকে গৃহীত।

মধুসূদনের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি: তিনি রামায়ণের 'ভিলেন' রাবণ ও মেঘনাদকে ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। রাম-লক্ষ্মণ এখানে সহানুভূতিশীল নয়।

কাব্যের মূল বক্তব্য: নবজাগরণের মানবতাবোধ — লঙ্কাবাসীর প্রতি সহানুভূতি, দেশপ্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ঘৃণা।

ছন্দ: অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank Verse) — ইংরেজি কবি মিলটনের Blank Verse অনুকরণে মধুসূদন বাংলায় এই ছন্দ প্রবর্তন করেন। অন্ত্যমিল নেই; প্রতিটি চরণ ১৪ মাত্রার।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ কী?

'অমিত্র' = বন্ধুহীন/অমিল + 'অক্ষর' = বর্ণ। অর্থাৎ অমিল বর্ণের ছন্দ। বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, কিন্তু চরণের শেষে কোনো মিল নেই। ভাব প্রবাহমানভাবে এক চরণ থেকে অন্য চরণে গড়িয়ে যায়।

বাংলায় প্রথম প্রয়োগ: 'পদ্মাবতী' নাটকে (১৮৬০)। পরে 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' পরিণতি লাভ করে।

৩. চরিত্র পরিচয় (Character Guide)

চরিত্র / নাম	অন্য নাম / পরিচয়	কাব্যে ভূমিকা
মেঘনাদ	অরিন্দম (শত্রুদমনকারী), ইন্দ্রজিৎ (ইন্দ্রকে জয়কারী), রাবণি (রাবণপুত্র)	রাবণের পুত্র, ইন্দ্রকে পরাজয়কারী মহাবীর। মূল বক্তা।
বিভীষণ	রক্ষোমণি, রক্ষোরথি, রাক্ষসরাজানুজ (রাবণের ছোট ভাই)	রাবণের অনুজ ও মেঘনাদের পিতৃব্য (চাচা)। রামের পক্ষ নিয়েছেন।

রাবণ	রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, লঙ্কেশ	লঙ্কার রাজা, মেঘনাদের পিতা।
লক্ষ্মণ	রামানুজ, সৌমিত্রি, কুমতি	রামের ভাই। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছেন।
কুম্ভকর্ণ	শূলিশম্ভুনিভ (শিবের মতো পরাক্রমী)	রাবণের আরেক ভাই, বিভীষণের সহোদর।
নিকষা	—	রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণের মা। সতী।
রাম	রাঘব	রামচন্দ্র। কাব্যে প্রতিপক্ষ হিসেবে চিত্রিত।

৪. মূল কাব্যাংশ (বক্তা-চিহ্নিত)

মেঘনাদ (১ম বক্তৃতা):

"এতক্ষণে"-অরিন্দম কহিলা বিষাদে,
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী!
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! শূলিশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"

বিভীষণ (উত্তর):

উত্তরিলা বিভীষণ, "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্। রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে

তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?"

মেঘনাদ (২য় বক্তৃতা — মূল আবেগময় অংশ):

উত্তরিলা কাতরে রাবণি;-
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?

কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দৈব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছে,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কী দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে?

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগলেভ পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে?

হেন অপমান আমি,-ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"

বিভীষণ (২য় উত্তর — লজ্জিত মুখে):

মহামন্ত্র-বলে যথা নরশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মহিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?"

মেঘনাদ (৩য় বক্তৃতা — ধর্ম ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন):

রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,- "ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;- কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,

জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, –এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি?
শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।"

৫. পঙক্তি-ভিত্তিক বিশদ ব্যাখ্যা

অংশ ১ — মেঘনাদের প্রথম বক্তৃতা: ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞা

"এতক্ষণে"-অরিন্দম কহিলা বিষাদে, "জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষপুরে!
হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী!
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! শূলিশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে? চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি পিতৃতুল্য।
ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে, পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে, লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"

পঙক্তি	ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
"এতক্ষণে" অরিন্দম কহিলা বিষাদে	'এতক্ষণে' = এতক্ষণ পর, এখনই। 'অরিন্দম' = শত্রুদমনকারী — মেঘনাদের বিশেষণ। 'বিষাদে' = দুঃখ ও ক্রোধ মিশিয়ে। মেঘনাদ এতক্ষণে বুঝতে পারলেন লক্ষ্মণ কীভাবে লঙ্কায় প্রবেশ করেছে — বিভীষণের সাহায্যে।

জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষপুরে!	'রক্ষপুর' = রাক্ষসদের নগর, লঙ্কা। মেঘনাদ বুঝলেন লক্ষ্মণ বিভীষণের দেখানো পথে লঙ্কায় প্রবেশ করেছে — এটি দেশদ্রোহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ?	'তাত' = হে পিতৃব্য (চাচা)। মেঘনাদ বিভীষণকে চাচা বলে সম্বোধন করছেন, তাই সরাসরি আক্রমণ করতে পারছেন না। প্রশ্নের মধ্যে তীব্র তিরস্কার।
নিকষা সতী তোমার জননী! সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! শূলিশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ!	নিকষা = রাবণ, বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণের মা — 'সতী' অর্থাৎ পবিত্র। 'শূলিশম্ভুনিভ' = শিবের মতো শক্তিমান (শূল = শিবের অস্ত্র)। মেঘনাদ বলছেন: তোমার মা সতী নারী, ভাই মহাবীর কুম্ভকর্ণ — এই পরিবারে থেকে তুমি শত্রুর পথ দেখালে?
ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!	'বাসব' = ইন্দ্র। 'বাসববিজয়ী' = ইন্দ্রকে পরাজয়কারী — মেঘনাদের উপাধি। অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের পুত্র (মেঘনাদ) ইন্দ্রকে পরাজিত করেছে — এই মহাকুলে জন্ম নিয়ে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করছ?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে? চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?	'তস্কর' = চোর, আক্রমণকারী। 'চণ্ডাল' = নীচ জাতির মানুষ — এখানে লক্ষ্মণকে অপমানজনকভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ: নিজের বাড়ির পথ চোরকে দেখাচ্ছ? নীচ মানুষকে রাজপ্রাসাদে এনে বসাচ্ছ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি পিতৃতুল্য	'গঞ্জি' = তিরস্কার করি। মেঘনাদ বিভীষণকে চাচা (পিতৃতুল্য) মনে করে তাঁকে তিরস্কার করতে পারছেন না — এটি মেঘনাদের সংযম। তবে পরবর্তীতে সংযম ভাঙে।
ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে, পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে	'শমন-ভবন' = যমালয়, মৃত্যুপুরী। 'রামানুজ' = রামের ভাই (লক্ষ্মণ)। মেঘনাদ বলছেন: রাস্তা ছাড়ো, অস্ত্রাগারে যাব, লক্ষ্মণকে যমালয়ে পাঠাব।
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে	'ভঞ্জিব' = ভাঙব, দূর করব। 'আহব' = যুদ্ধ। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় লঙ্কার যে কলঙ্ক হয়েছে, আজ যুদ্ধে লক্ষ্মণকে হত্যা করে সেই কলঙ্ক মুছব।

✦ অংশ ১-এর মূলভাব:

মেঘনাদ বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা জেনে ক্ষোভিত। কুলের গৌরব, মায়ের পবিত্রতা ও নিজের বীরত্বের উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন করছেন: এই কুলে জন্ম নিয়ে এই কাজ কি সাজে?

অংশ ২ — বিভীষণের প্রথম উত্তর ও মেঘনাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া

উত্তরিলা বিভীষণ, "বৃথা এ সাধনা, ধীমান্। রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে অনুরোধ?"

পঙক্তি	ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
বৃথা এ সাধনা, ধীমান্। রাঘবদাস আমি	'ধীমান্' = বুদ্ধিমান। 'রাঘবদাস' = রামের দাস। বিভীষণ সরাসরি ঘোষণা করছেন: আমি রামের দাস — তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করব না। এই এক বাক্যেই কাব্যের সবচেয়ে বড় সংঘাত তৈরি হয়।
কী প্রকারে তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে অনুরোধ?	'অনুরোধ' = তোমার অনুরোধ মানতে। অর্থাৎ: তোমার অনুরোধে রামের বিরুদ্ধে কাজ কী করে করব? বিভীষণ তাঁর নীতিতে অটল।

উত্তরিলা কাতরে রাবণি;- "হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে; পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধূলায়?
হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?

পঙক্তি	ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!	'পিতৃব্য' = পিতার ভাই, চাচা। বিভীষণের কথা শুনে মেঘনাদ বলছেন: এ কথা শুনে মরতে ইচ্ছে করছে! — এটি কেবল আবেগের কথা নয়, একজন রাক্ষসবীরের চরম লজ্জা ও কষ্টের প্রকাশ।

রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা	মেঘনাদ অবাক ও ব্যথিত — বিভীষণ কি করে নিজেকে রামের দাস বললেন? 'ও মুখে' — এই মুখে, এই মহাকুলের মানুষ হয়ে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে; পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধূলায়?	অপূর্ব উপমা! 'বিধু' = চাঁদ। 'স্থাণু' = শিব। 'বিধি' = ব্রহ্মা/বিধাতা। ব্রহ্মা চাঁদকে শিবের ললাটে (কপালে) স্থান দিয়েছেন — চাঁদ কি তাই বলে মাটিতে পড়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খায়? অর্থাৎ বিভীষণ মহাকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন — তিনি কি তাই বলে শত্রুর কাছে নত হবেন?
ভুলিলে কেমনে কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?	তুমি কি ভুলে গেলে তুমি কে? তোমার জন্ম কোন মহাকুলে? — এটি মেঘনাদের কুলাভিমানের প্রকাশ।

অংশ ৩ — মেঘনাদের উপমা-সংবলিত তিরস্কার

কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে, শৈবালদলের ধাম?
মৃগেন্দ্র কেশরী, কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে?
অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি, অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা?

পঙক্তি	ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
কে বা সে অধম রাম?	মেঘনাদ রামকে সরাসরি 'অধম' বলছেন। এটি মধুসূদনের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি — রামায়ণের নায়ককে এখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
স্বচ্ছ সরোবরে করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে যায় কি সে কভু পঙ্কিল সলিলে শৈবালদলের ধাম?	অসাধারণ উপমা! 'রাজহংস' = হাঁসের রাজা (শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক)। 'পঙ্কজ-কানন' = পদ্মফুলের বন (স্বচ্ছ সুন্দর পরিবেশ)। 'পঙ্কিল সলিল' = কাদামাখা জল। 'শৈবাল' = শ্যাওলা। রাজহংস স্বচ্ছ সরোবরে থাকে — কাদায় যায় না।

	তেমনি বিভীষণ মহাকুলজাত — তাঁর রামের মতো নীচের সাথে মিলতে নেই।
মৃগেন্দ্র কেশরী, কবে সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে?	'মৃগেন্দ্র কেশরী' = সিংহরাজ (পশুদের রাজা)। 'শৃগাল' = শিয়াল (নীচ, কাপুরুষের প্রতীক)। সিংহ কি কখনো শিয়ালকে বন্ধু বলে ডাকে? — অর্থাৎ বিভীষণের মতো বীর কুলজাত মানুষ রামের মতো শত্রুকে 'প্রভু' ডাকবেন কেন?
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?	'ক্ষুদ্রমতি' = ছোট মনের। লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গিয়ে নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণ করেছেন — এটি যুদ্ধনীতির সরাসরি লঙ্ঘন। মেঘনাদ প্রশ্ন করছেন: মহারথী কি নিরস্ত্র যোদ্ধাকে আক্রমণ করে?
কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা?	'মহারথী' = মহান রথযোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ বীর। মহারথীর নিয়ম হলো সমান শর্তে যুদ্ধ — নিরস্ত্রকে আক্রমণ না করা। লক্ষ্মণ সেই নিয়ম ভেঙেছেন।

BD LEARNFINITY

অংশ ৪ — মেঘনাদের যুদ্ধঘোষণা ও চরম প্রশ্ন

ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে, বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দৈব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছে, রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের!
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগলেভ পশিল দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে বনবাসী!
হে বিধাতঃ নন্দন-কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে কীটবাস?
হেন অপমান আমি,-ভ্রাতৃ-পুত্র তব? তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"

পঙক্তি	ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
দেখিব আজি কোন্ দেববলে বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি	'সৌমিত্রি' = সুমিত্রার পুত্র (লক্ষ্মণ)। 'কুমতি' = কুচিন্তক। 'বিমুখে' = সরাসরি যুদ্ধে। মেঘনাদ বলছেন: আজ দেখব কোন দেবতার শক্তিতে লক্ষ্মণ সম্মুখসমরে আমাকে পরাজিত করতে পারে।

দৈব-দৈত্য-নর-রণে স্বচক্ষে দেখেছে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ পরাক্রম দাসের	'দৈব' = দেবতা। 'দৈত্য' = দানব। 'নর' = মানুষ। মেঘনাদ বলছেন: দেবতা, দানব ও মানুষের যুদ্ধে বিভীষণ স্বচক্ষে মেঘনাদের বীরত্ব দেখেছেন। তবু তিনি ভুলে গেলেন?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে শাস্তি নরাধমে	'নিকুম্ভিলা' = লঙ্কার একটি বিশেষ যজ্ঞাগার। 'প্রগল্ভ' = ধৃষ্ট, বেপরোয়া। 'দম্ভী' = অহংকারী। 'নরাধম' = অধম মানুষ (লক্ষ্মণ)। মেঘনাদ বলছেন: ধৃষ্ট লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে — আমাকে আদেশ করুন, আমি তাকে শাস্তি দেব।
তব জন্মপুরে তাত পদার্পণ করে বনবাসী!	'জন্মপুর' = জন্মভূমি লঙ্কা। 'পদার্পণ' = পা রাখা। 'বনবাসী' = বনে বাসকারী (রাম-লক্ষ্মণ)। তোমার নিজের জন্মভূমিতে বনবাসী প্রবেশ করছে — এটা কি সহ্য করা যায়?
হে বিধাতঃ নন্দন-কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে কীটবাস?	'নন্দন-কানন' = স্বর্গের বাগান। 'প্রফুল্ল কমল' = পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মফুল। 'কীট' = পোকা। অপূর্ব রূপক: স্বর্গের বাগানে কি পোকা ঘুরবে? পদ্মফুলে কি পোকার বাস? — লঙ্কা (নন্দন-কানন) ও মেঘনাদ (পদ্মফুল) এর বিপরীতে লক্ষ্মণ ও রাম (পোকা) হিসেবে চিত্রিত।
হেন অপমান আমি ভ্রাতৃপুত্র তব? তুমিও হে রক্ষোমণি সহিছ কেমনে?	মেঘনাদের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী প্রশ্ন। 'রক্ষোমণি' = রাক্ষসকুলের মণি (বিভীষণ)। এই অপমান আমি সইব কীভাবে — আমি যে তোমারই ভাইয়ের পুত্র? তুমিও কীভাবে সইছ?

অংশ ৫ — বিভীষণের দ্বিতীয় উত্তর: লজ্জিত কিন্তু অটল

মহামন্ত্র-বলে যথা নরশিরঃ ফণী, মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী রাবণ-অনুজ,
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে তুমি!
নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা এ কনক-লঙ্কা রাজা, মহিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি বসুধা ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?"

পঙক্তি	ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
মহামন্ত্র-বলে যথা নরশিরঃ ফণী মলিনবদন লাজে উত্তরিলা রথী	অসাধারণ উপমা! 'মহামন্ত্র-বলে নরশিরঃ ফণী' = বশীভূত সাপ যেমন মন্ত্রবলে নত হয়। বিভীষণ লজ্জায় মুখ নিচু করে সাপের মতো মাথা নামিয়ে উত্তর দিলেন। মেঘনাদের কথার তীব্রতায় তিনি লজ্জিত, কিন্তু মত বদলান না।
নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে তুমি!	'বৎস' = পুত্রসম (বিভীষণ মেঘনাদকে বৎস বলছেন)। 'ভর্ৎস' = তিরস্কার। বিভীষণ বলছেন: আমি দোষী নই — আমাকে তিরস্কার করা বৃথা।
নিজ কর্ম-দোষে মজাইলা এ কনক-লঙ্কা রাজা মহিলা আপনি!	'কনক-লঙ্কা' = সোনার লঙ্কা। 'মহিলা' = ডুবিয়ে দিয়েছেন। বিভীষণের যুক্তি: রাবণের নিজের পাপকর্মে (সীতাহরণ) লঙ্কার এই দুরবস্থা — আমার দোষ নেই।
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি বসুধা ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!	'কালসলিল' = কালো জল, ধ্বংসের জল। লঙ্কা প্রলয়ের জলে যেমন পৃথিবী ডুবে যায় তেমনি ডুবছে। পাপে পূর্ণ লঙ্কা — এই পরিণতি অনিবার্য।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?	'পদাশ্রয়' = পায়ের তলায় আশ্রয়। বিভীষণের চূড়ান্ত যুক্তি: নিজেকে রক্ষা করতেই আমি রামের আশ্রয় নিয়েছি। অন্যের পাপে কেউ ডুবতে চায় না।

KNOWLEDGE WITHOUT BOUNDARIES

অংশ ৬ — মেঘনাদের তৃতীয় বক্তৃতা: ধর্ম, কুলপ্রেম ও শেষ তিরস্কার

রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,- "ধর্মপথগামী, হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে তুমি;-
কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, –এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি?
শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে, হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।"

পঙক্তি	ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি	'বাসবত্রাস' = ইন্দ্রের ভয়ের কারণ (মেঘনাদের উপাধি)। 'জীমূতেন্দ্র' = মেঘের রাজা। 'মন্দ্রে' = গর্জন করে। উপমা: গভীর রাতের আকাশে মেঘরাজ যেমন গর্জন করে, তেমনি মেঘনাদ ক্রুদ্ধ হলেন।
কোন্ ধর্ম মতে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি দিলা জলাঞ্জলি?	'জ্ঞাতিত্ব' = গোত্রের বন্ধন। 'ভ্রাতৃত্ব' = ভ্রাতৃসম্পর্ক। 'জলাঞ্জলি' = সমর্পণ, ত্যাগ। মেঘনাদের মূল প্রশ্ন: কোন ধর্মে কুল, ভাই ও জাতিকে বিসর্জন দেওয়া যায়?
শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা	শাস্ত্রের উদ্ধৃতি: গুণী পরিজন হলেও, গুণহীন স্বজন শ্রেষ্ঠ — কারণ পর সবসময় পরই থাকে। মেঘনাদ এখানে শাস্ত্রীয় যুক্তি দিচ্ছেন: আমার মতো নিজের মানুষ না হয়ে শত্রুপক্ষের সাথে কেন?
এ শিক্ষা হে রক্ষোবর কোথায় শিখিলে?	ব্যঙ্গার্থক প্রশ্ন: তুমি কোথায় শিখলে যে কুল-ধর্ম ত্যাগ করতে হয়? রক্ষোবর (রাক্ষসশ্রেষ্ঠ) হয়ে এই শিক্ষা নিলে কোথা থেকে?
হেন সহবাসে হে পিতৃব্য বর্বরতা কেন না শিখিবে?	'সহবাস' = সঙ্গ। 'বর্বরতা' = অসভ্যতা। ব্যঙ্গ: রামের মতো বর্বরের সঙ্গ করলে তুমি বর্বরতা শিখবেই — এতে আর আশ্চর্য কী?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি	কাব্যাংশের সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তি। 'গতি' = সঙ্গ, চলাচল। 'নীচ' = হীন। যে নীচের সঙ্গে মিশে, সেও নীচ হয়ে যায়। এটি একটি প্রবাদতুল্য উক্তি — বিভীষণকে সরাসরি 'নীচ' বলা।

৬. কঠিন শব্দের অর্থ (Glossary)

শব্দ / পদ	অর্থ ও ব্যাখ্যা
অরিন্দম	শত্রু দমনকারী — মেঘনাদের বিশেষণ
রক্ষঃপুর / রক্ষপুর	রাক্ষসদের নগর, লঙ্কা

তাত	পিতৃব্য বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি — সম্মানজনক সম্বোধন
নিকষা	রাবণ, বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণের মা
শূলিশম্ভুনিভ	ত্রিশূলধারী শিবের মতো (শক্তিমান)
বাসববিজয়ী	ইন্দ্র (বাসব) কে জয়কারী — মেঘনাদের উপাধি
তস্কর	চোর, আক্রমণকারী
চণ্ডাল	নীচ জাতির মানুষ — এখানে অপমানার্থে ব্যবহৃত
শমন-ভবন	যমের আলয়, মৃত্যুপুরী
আহব	যুদ্ধ, সংগ্রাম
ভঞ্জিব	ভাঙব, দূর করব
ধীমান	বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান
রাঘবদাস	রামের দাস
স্থাণু	শিব (স্থির দেবতা)
বিধু	চাঁদ
পঙ্কজ-কানন	পদ্মফুলের বন
পঙ্কিল সলিল	কাদামাটির জল
শৈবাল	শ্যাওলা
মৃগেন্দ্র কেশরী	সিংহরাজ — পশুদের রাজা
শৃগাল	শিয়াল — কাপুরুষ ও নীচের প্রতীক
সৌমিত্রি	সুমিত্রার পুত্র — লক্ষ্মণ
কুমতি	কুচিন্তক, দুর্মতি
নিকুম্ভিলা	লঙ্কার বিখ্যাত যজ্ঞাগার
প্রগল্ভ	ধৃষ্ট, বেপরোয়া
দম্ভী	অহংকারী
নরাধম	অধম মানুষ
নন্দন-কানন	স্বর্গের বাগান

প্রফুল্ল কমল	পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মফুল
বাসবত্রাস	ইন্দ্রের আতঙ্ক — মেঘনাদের উপাধি
জীমূতেন্দ্র	মেঘের রাজা
জ্ঞাতিত্ব	গোত্র বা বংশের বন্ধন
জলাঞ্জলি	ত্যাগ করা, বিসর্জন দেওয়া
কালসলিল	কালো ধ্বংসের জল

৭. অলংকার ও কাব্যবৈশিষ্ট্য

অলংকার	উদাহরণ (কাব্যাংশ থেকে)	ব্যাখ্যা
উপমা (Simile)	স্বচ্ছ সরোবরে রাজহংস — পঙ্কিল সলিলে যায় না	বিভীষণের মহাকুল ও রামের নীচতার তুলনা
উপমা	মৃগেন্দ্র কেশরী কখনো শৃগালে সম্ভাষে না	সিংহ ও শিয়াল — মহান ও নীচের তুলনা
উপমা	মহামন্ত্র-বলে যথা নরশিরঃ ফণী	বশীভূত সাপের মতো লজ্জায় মাথা নত
উপমা	গম্ভীরে যেমতি জীমূতেন্দ্র কোপি	মেঘের মতো মেঘনাদের ক্রোধের গর্জন
রূপক (Metaphor)	কনক-লঙ্কা কালসলিলে ডুবছে	লঙ্কার ধ্বংসকে বন্যায় ডুবে যাওয়ার রূপক
প্রতীক (Symbol)	রাজহংস	মহাকুলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক
প্রতীক	শৃগাল	কাপুরুষ ও নীচতার প্রতীক
প্রতীক	কীটবাস প্রফুল্ল কমলে	উচ্চে নীচের অনুপ্রবেশের প্রতীক
ব্যঙ্গ (Sarcasm)	ধর্মপথগামী বলি হে রাক্ষসরাজানুজ	বিভীষণের 'ধর্ম'-কে ব্যঙ্গ
শাস্ত্রোদ্ধৃতি	নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা	শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে স্বজনধর্ম প্রমাণ
প্রবাদতুল্য উক্তি	গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি	কাব্যের সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তি

অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য:

চরণে ১৪ মাত্রা (৮+৬), কিন্তু শেষে অন্ত্যমিল নেই। ভাব এক চরণ থেকে অন্য চরণে অবিচ্ছিন্নভাবে গড়িয়ে যায়।

মিলটনের Blank Verse-এর অনুকরণে তৈরি। ইংরেজি iambic pentameter-এর অনুরূপ।

এই ছন্দে কথোপকথন ও আবেগ প্রকাশ অনেক বেশি স্বাভাবিক ও গতিশীল।

ভাষা: তৎসম শব্দবহুল (সংস্কৃতঘেঁষা), গম্ভীর ও মহাকাব্যিক।

৮. মূল থিম / বিষয়বস্তু

থিম ১: দেশপ্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ঘৃণা

মেঘনাদ মাতৃভূমি লঙ্কার জন্য যুদ্ধ করতে চান। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতাই কাব্যাংশের কেন্দ্রীয় সংঘাত। দেশের শত্রুকে পথ দেখানো সর্বোচ্চ অপরাধ।

LEARNFINITY

থিম ২: কুলাভিমান ও জাতীয়তাবোধ

মেঘনাদ বারবার কুলের কথা বলছেন: নিকষার পবিত্রতা, কুম্ভকর্ণের বীরত্ব, নিজের ইন্দ্রজয়ের ইতিহাস। এই কুলে জন্ম নিয়ে শত্রুর দাস হওয়া অসহনীয়।

থিম ৩: যুদ্ধনীতি ও নৈতিকতা

নিরস্ত্র যোদ্ধাকে আক্রমণ করা মহারথীর নিয়ম বিরুদ্ধ — মেঘনাদ এই অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার।

থিম ৪: মধুসূদনের নবজাগরণ দৃষ্টিভঙ্গি

মধুসূদন রামায়ণের ঐতিহ্যগত কাঠামো ভেঙে দিলেন। রাবণ-মেঘনাদ এখানে সহানুভূতির পাত্র, রাম-লক্ষ্মণ প্রতিপক্ষ। মানবতাবাদী নবজাগরণের প্রকাশ।

থিম ৫: স্বজন বনাম পরজন

'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা' — শাস্ত্রীয় উক্তির মাধ্যমে মেঘনাদ প্রমাণ করছেন: স্বজন কখনো পরজনের চেয়ে কম নয়।

৯. মেঘনাদ বনাম বিভীষণ — তুলনামূলক চরিত্র বিশ্লেষণ

মেঘনাদ	বিভীষণ
দেশপ্রেমী, লঙ্কাকে ভালোবাসেন	স্বার্থপর, নিজের রক্ষার জন্য শত্রুর দাস
কুলাভিমানী, পরিবারের গৌরব মনে রাখেন	কুলত্যাগী, পরিবার ও জাতিকে বিসর্জন দেন
বীর, দেব-দানব-নর সবাই তাঁর পরাক্রম জানে	কাপুরুষ, শত্রুর পায়ে আশ্রয় নেন
নৈতিক, যুদ্ধনীতির অবমাননায় ক্রুদ্ধ	আত্মরক্ষামূলক যুক্তি দেন
আবেগময়, মরতে ইচ্ছে করছে বলেন	ঠান্ডা মাথায় নিজের সিদ্ধান্তে অটল
শাস্ত্র জানেন, শাস্ত্র দিয়ে যুক্তি দেন	শাস্ত্রের কথা জেনেও মানেন না

LEARNFINITY
KNOWLEDGE WITHOUT BOUNDARIES

১০. গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি কোথা থেকে সংকলিত?

ক) প্রথম সর্গ খ) তৃতীয় সর্গ গ) ষষ্ঠ সর্গ 'বধ' ✓ ঘ) নবম সর্গ

২. 'অরিন্দম' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ক) রাবণ খ) মেঘনাদ ✓ গ) বিভীষণ ঘ) লক্ষ্মণ

৩. বিভীষণ রাবণের কী?

ক) পুত্র খ) কনিষ্ঠ ভাই ✓ গ) জ্যেষ্ঠ ভাই ঘ) শ্বশুর

৪. 'বাসববিজয়ী' কার উপাধি?

ক) রাবণ খ) বিভীষণ গ) কুম্ভকর্ণ ঘ) মেঘনাদ ✓

৫. 'শমন-ভবন' বলতে বোঝানো হয়েছে?

ক) স্বর্গ খ) যমালয়/মৃত্যুপুরী ✓ গ) লঙ্কা ঘ) নিকুম্ভিলা

৬. মহামন্ত্র-বলে নরশিরঃ ফণী উপমাটি কার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত?

ক) মেঘনাদ খ) রাবণ গ) বিভীষণ ✓ ঘ) লক্ষ্মণ

৭. 'গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি' — কে বলেছেন?

ক) বিভীষণ খ) মেঘনাদ ✓ গ) রাবণ ঘ) লক্ষ্মণ

৮. মেঘনাদবধ কাব্য কত সালে প্রকাশিত হয়?

ক) ১৮৫৯ খ) ১৮৬০ গ) ১৮৬১ ✓ ঘ) ১৮৬২

BD LEARNFINITY KNOWLEDGE WITHOUT BOUNDARIES

৯. অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়?

ক) মেঘনাদবধ কাব্যে খ) তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে গ) পদ্মাবতী নাটকে ✓ ঘ) বীরাঙ্গনা কাব্যে

১০. 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' — এখানে 'কীট' কাকে বোঝানো হয়েছে?

ক) বিভীষণ খ) মেঘনাদ গ) লক্ষ্মণ ✓ ঘ) রাবণ

১১. 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা' — এটি কোথা থেকে?

ক) পুরাণ খ) বেদ গ) শাস্ত্র ✓ ঘ) উপনিষদ

১২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছদ্মনাম কী?

ক) বনফুল খ) Timothy Penpoem ✓ গ) দ্বিজেন্দ্রলাল ঘ) নবীনচন্দ্র

১১. সৃজনশীল ও রচনামূলক প্রশ্ন

ক-প্রশ্ন (জ্ঞানমূলক):

- 'মেঘনাদবধ কাব্য' কোন সর্গ থেকে এই কাব্যাংশ নেওয়া হয়েছে?
- 'শমন-ভবন' কাকে বলে? • নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে কে প্রবেশ করেছিলেন?

খ-প্রশ্ন (অনুধাবন):

- 'গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি' — উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
- 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে' — পঙক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
- লক্ষ্মণকে 'ক্ষুদ্রমতি' বলার কারণ কী?

গ-প্রশ্ন (প্রয়োগ):

- উদ্দীপকের দেশপ্রেমীর মনোভাবের সাথে মেঘনাদের কোন দিকটির সাদৃশ্য আছে?
- বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা কীভাবে মেঘনাদকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে?

ঘ-প্রশ্ন (উচ্চতর দক্ষতা):

- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে মাতৃভূমির প্রতি মেঘনাদের গভীর ভালোবাসার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।
- মধুসূদনের মেঘনাদ কি রামায়ণের নায়কদের বিপরীতে দাঁড়ানো এক বিদ্রোহী চরিত্র? মতামত দাও।
- 'বিশ্বাসঘাতকতা কখনো জাতীয় স্বার্থের অজুহাতে ন্যায়সংগত হতে পারে না' — উদ্দীপক ও কাব্যাংশের আলোকে বিশ্লেষণ করো।